e-mail : prabhuhaldar@gmail.com

পরিবেশ রক্ষায় মাসিক মুখপত্র
বিশেষ সংখ্যা ঃ পকেটমারির রকমফের

আজকের বসুন্ধরা

আগামী সংখ্যায় ঃপকেটমারির রকমফের

নেপালে বৃহন্নলার বিবাহ

★ বৃহন্নলা মনিকা শাহিনাথ (৪০) বিয়ে করেন ২২ বছরের রমেশনাথ যোগীকে। রমেশের পরিবার পুত্রবধূ হিসাবে মেনে নিয়েছে। পেয়েছে 'নারী' বা 'পুরুষ' না লিখে 'অন্য' লেখার সুযোগ এবং বিবাহের শংসাপত্র। *(১০.১০.১৭)*

M. - 8436644591, 8926420134 ◆ VOL-9 ◆ ISSUE- 6 ◆ APRIL 2020 ◆ REGD. RNI NO.-WBBEN/2011/41525 ◆ RS. - 2.00 ONLY.

গ্রামবিকাশে সুন্দরবন প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতি উৎসব

রণিতা দাস (দে) ঃ সুন্দরবনের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জীবন-জীবিকা ও সামাজিক মানোন্নয়নে বিগত ১৯ বছর ধরে নিরলস কাজ করে চলেছে বাসন্তীর স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জেজিভিকে)। এই সংগঠন প্রতি বছরের মত এবছরও সুন্দরবন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও লোকসংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করল। গত ৩১ জানুয়ারি সংগঠন প্রাঙ্গণে তিন দিনের এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মলয়েন্দু সাহা, রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উপসচিব ড. পার্থ কর্মকার, বিশ্বভারতী

এরপর দুয়ের পাতায়

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিনব বিদায় সংবর্ধনা

অপরেশ মণ্ডল ঃ প্রত্যেক বছরে একদল ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ের গণ্ডি ডিঙিয়ে বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্রের আঙিনায় প্রবেশ করে। এটাই নিয়ম। নতুনরা এসে শূন্যস্থান আবার ভরিয়ে দেয়। এবছর বাসন্তীর সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয় বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা দিল অভিনব কায়দায়। পরীক্ষার্থী ছিল ১৮ জন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতির সামনে ১৮টি মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করতে হয় ১৮ জন পরীক্ষার্থীকে। বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে পুষ্ট এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা অগ্নির পুতস্পর্শে যেন শপথ নিল আগামীদিনে তারা স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতের এক একজন পরিবেশ সচেতন সুনাগরিক হবে। এরপর মঞ্চে তাদেরকে চন্দনের ফোঁটা, পুষ্পস্তবকসহ বরণ করে নেওয়া হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি এই বিদায় সংবর্ধনায় বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায়ী উচ্চশিক্ষার দ্বারপ্রান্তে উপনীত শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সভাপতি সুন্দরবন গবেষক প্রাবন্ধিক প্রভুদান হালদার, সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বজিৎ মহাকুড় ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। উদ্বোধনী সংগীত, বক্তব্য, উপহার বিনিময় ছাড়াও সমগ্র অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব বক্তব্যে ফুটে ওঠা বিদ্যালয়-স্মৃতি, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ও স্মৃতিমেদুরতা। দশম শ্রেণির ছাত্রী সঙ্গীতা অধিকারীর সঞ্চালনা ছিল সাবলীল, প্রশংসনীয়।

ডেনমার্ক - ৩৯

ডেনমার্কে মুখ ঢাকলে জরিমানা ১৫৬০ ডলার

★ ২০১৮ সালের ১ আগস্ট থেকে ডেনমার্কে বোরকা পরে কোনো নারী মুখ ঢেকে জনপরিসরে বের হলে জরিমানা গুণতে হবে। দেশটির আইন প্রণেতারা এই আইন পাস করেন। আইন অমান্য করে মুখ ঢেকে জনপরিসরে বের হলে একশ ৫৬ ডলার থেকে এক হাজার পাঁচশ ৬০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। অবশ্য আগে থেকেই বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, বুলগেরিয়া এবং সুইজারল্যান্ডেও জনপরিসরে মুখ ঢেকে বের হওয়া নিষেধ। ডেনমার্কে সরকারিভাবে অবশ্য বলা হচ্ছে, কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার মতো ধৃষ্টতা তাদের নেই। এদিকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে, পোশাক পছন্দের ব্যাপারে সকল নারীর অধিকার থাকা উচিত। এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তাদের ওপর, যেসব নারী বোরকা পরে মুখ ঢেকে রাখেন। এই আইনের ফলে তাদের অধিকার খর্ব হবে। দেশটিতে কতো সংখ্যক নারী বোরকা পরে মুখ ঢেকে রাখেন তার কোনো পরিসংখ্যান জানা যায়নি। এই করোনায় তো সকলকে মুখ ঢাকতে হচ্ছে *(২.৬.১৮)*

কী বিচিত্র এই প্রাণী জগৎ - ৪১

জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া শিশুকে বাঁচাল ভালুক

★ হারিয়ে যাওয়া শিশু ক্যাসি হাথওয়েকে টানা দু'দিন ধরে প্রবল ঠান্ডা আর হিংস্র অরণ্যচরদের থেকে আগলে রেখেছিল একটি ভালো ভালুক। তিন বছরের ক্যাসি ক্র্যাভেন কান্ট্রির জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার পরেই হেলিকপ্টার এবং ড্রোন নিয়ে তল্লাশি অভিযানে শুরু করেছিলেন মার্কিন কে-নাইন ইউনিটের উদ্ধারকারীরা। গভীর রাতে একটি উদ্ধারকারী দল যখন শিশুটির সন্ধান পায়, তখন তার পাশেই ছিল ভালুকটি। ক্র্যাভেনের শেরিফ চিপ জুগেসের কথায়, 'হারিয়ে যাওয়া শিশুটি বলেছে, জঙ্গলের মধ্যেই সে বন্ধুর খোঁজ পেয়েছিল। আর সেই বন্ধু হল একটি কালো ভালুক।' কিন্তু হিমশীতল, গভীর অরণ্যে দু'রাত কাটানোর পরেও তিন বছরের একটি শিশুকে অক্ষত দেহে উদ্ধারের ঘটনা চমকে দেওয়ার মতোই। ক্যাসি জানিয়েছে, দু'দিন ধরে ভালুকটি তার সঙ্গে খেলেছে। প্রবল ঠান্ডার দেহের উষ্ণতা দিয়ে তাকে আঁকড়ে থেকেছে। ক্র্যাভেন কান্ট্রির জঙ্গলে কালো ভালুকের ছড়াছড়ি। আগে ওই এলাকায় ভালুকের আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। *(২৯.১.১৯)*

ভেড়ার স্মরণশক্তি

★ এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ভেড়া মানুষের মতো পরিচিত মুখ দেখলে তা চিনতে পারার ক্ষমতা রাখে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ভেড়াদের বারাক ওবামা সহ বেশ কিছু বিখ্যাত মানুষের মুখ চেনাতে সক্ষম হয়েছেন। এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে রয়্যাল সোসাইটি জার্নালে। প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষিত ভেড়া বেশ কিছু ছবির মধ্যে থেকে পরিচিত মুখের ছবিগুলো সহজেই বেছে তুলে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এবারের গবেষণায় আমরা দেখতে চেয়েছিলাম ভেড়া ছবি দেখে কাউকে চিনতে পারে কিনা, বছিলেন গবেষণায় প্রধান প্রফেসর জেনি মর্টন। এলোমেলো করে মিশিয়ে রাখা ছবির মধ্যে থেকে শেখানো চারজনের মুখ সে ঠিক ঠিক চিহ্নিত করে। বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষা থেকে নিশ্চিত যে ভেড়া মানুষ ও বানরের মতো মুখ চেনার ক্ষমতা রাখে। তারা এখন দেখতে চান ভেড়া মানুষের মুখের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ধরার ক্ষমতা রাখে কিনা।

পরিবেশ

করোনায় মাস্ক বাধ্যতামূলক হোক

প্রভুদান হালদার ঃ এখন আমরা সবাই করোনা ভাইরাস বিশেষজ্ঞ। বাসন্তীতে ২২ মার্চ থেকে খবরের কাগজ আসছে না। নেটে খবরের কাগজ পড়ছি। করোনা-র বাইরে কোন লেখা নেই। খবর নেই। এটাই স্বাভাবিক। এখানে ডাক্তারবাবুরা এখনও করোনা সম্পর্কে সব জেনে গেছে, কোনোভাবেই বলা যাবে না। যাঁরা সরাসরি করোনা চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছেন। করোনা বিশেষজ্ঞগণ লিখছেন। অন্যদিকে আমার ধারণা যাঁদের ভাইরাস সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান নেই, তারাও ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ, ইংরেজি বাংলা কাগজ পড়ে খবরের কাগজে বড় বড় আর্টিকেল লিখে চলেছেন। এখন করোনা সম্পর্কে নিত্য নতুন খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই খবরগুলো কোথা থেকে আসছে? কতটা সঠিক?

এখন আমাদের রাজ্যে বা ভারতে করোনো ভাইরাস নিয়ে কি গবেষণা চলছে? সেখান থেকে বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সরকারিভাবে যা জানাচ্ছেন, আমরা তাই জানতে পারছি। যতদূর মনে হয় এটা হচ্ছে না। এখন হাতে হাতে স্মার্টফোন হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক - এদের দৌলতে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে করোনো সম্পর্কিত তথ্য আমরা জানতে পারছি। যার বেশিরভাগই ফেক নিউজ বলে আমার ধারণা। কারণ করোনা খুব অল্প দিনে বিশ্বে মহামারি রূপে দেখা দিয়েছে। এত বেশি এলাকা জুড়ে এমন মহামারি বোধ হয় বিশ্বে পূর্বে ঘটেনি। একমাত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু'-র বার্তা অনুযায়ী আমরা করোনো সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারছি। শুনছি করোনোর টিকা আমেরিকায় আবিষ্কার হয়ে গেছে। তবে কবে বাজারে আসবে ঠিক নেই। অবশ্যই করোনার সব বিষয় এখনো বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা নিরীক্ষায় পর্যায়ে। সেদিন রেডিওতে শুনছিলাম, করোনা ভাইরাস নাকি ডিপ ফ্রিজে ২৮ দিন বেঁচে থাকে। সত্যিই কি তাই?

আমি জীবন বিজ্ঞানের এক প্রাক্তন শিক্ষক। সারাজীবন দশম শ্রেণিতে ভাইরাস সম্পর্কে ছাত্রদের পড়িয়েছি। এপর্যন্ত ছাত্রদের শিখিয়ে এসেছি যে, বিশ্বে যত রকমের ভাইরাস আছে, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একই রকম। ভাইরাস হলো জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। যখন স্বাধীনভাবে বাতাসে থাকে তখন সম্পূর্ণরূপে মৃত বা জড়। কিন্তু যখন কোন জীবদেহে প্রবেশ করে তখন সে ধীরে ধীরে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর জীবন্ত হয়ে ওঠে। এবং ভয়ঙ্করভাবে বংশ বিস্তার করতে থাকে। যাকে ইনকিউবেশন বা রেস্টিং পিরিয়ড বা সুপ্ত অবস্থা বলে।

করোনার ক্ষেত্রে এটা ১৪ দিন বলা হচ্ছে। এটাও মানবদেহের অনাক্রম্যতা অনুযায়ী কম-বেশি হতে পারে। এইডস-এর ভাইরাস বাতাসে কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচে না। আমরা জানি এইডস রোগী মারা যাওয়ার পর তার দেহের পচন অবস্থায় সব ভাইরাস মারা যায়। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে যে সমস্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে, দশম শ্রেণির জীবন বিজ্ঞান বইয়ে ভাইরাস সম্পর্কিত কিছু তথ্য আগামীদিনে উলটপালট করে ফেলতে হবে নাকি? এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন রেডিও-টেলিভিশনের খবরের কাগজে সর্বত্র ডাক্তারবাবুরা বলছেন, জনসাধারণের প্রত্যেকের মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয়। সেই সম্পর্কে তাঁরা নানান ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বিষয়টি হয়তো একটা সময় পর্যন্ত ঠিক ছিল।

এরপর দুয়ের পাতায়

বিবেকানন্দ কমিউনিটি কলেজ ফর ভোকেশনাল এডুকেশন

পরিচালনায় - জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, আয়ের বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত করতে জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে। বেকারত্ব দূরীকরণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে এতদাঞ্চলের সাধারণ যুবক যুবতীদের বিনা খরচে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এই সংগঠন।

উদ্দেশ্য

❖ পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ❖ ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো গতিশীল করা ❖ ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ❖ বিশেষ চাহিদা ভিত্তিক বিষয় নির্বাচন ❖ দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে যুগোপোযোগী প্রশিক্ষণ

বিষয় ঃ ১) ছুতোর ২) পাইপ লাইন ৩) গাড়ি মেরামত ৪) ঝালাই

—ঃ শর্তাবলী ঃ—

❖ বয়স হতে হবে ১৬ বছরের উর্ধ্বে ❖ শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা তার বেশি ❖ নির্দিষ্ট সময়ে ও ক্লাসের দিনগুলিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকতে হবে ❖ কোর্স শেষ হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ❖ সংগঠনের সাধারণ নিয়মাবলী পালন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ❖আধার কার্ডের জেরক্স ও ১ কপি ছবি (পাসপোর্ট) জমা দিতে হবে

প্রশিক্ষণ শুরু হবে ৯ মার্চ থেকে এবং আসন সংখ্যা ৩০

যোগাযোগ ঃ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

জয়গোপালপুর, জে.এন.হাট, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৩১২

মোবাইল - ৯০৯১২০২৮৩৮, ৯৭৩২৭১৬৯২৬, ৯৭৩৫৫১২৬৯৫

যে নিয়ম সত্যতাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না — রবীন্দ্রনাথ

আজকের বসুন্ধরা

১৮ চৈত্র ১৪২৬, ১ এপ্রিল ২০২০ (প্রকৃত ১২ বর্ষ ১১তম সংখ্যা)

সম্পাদকীয়

সুন্দরবনের সভ্যতা বাঁচাতে ট্যুরিস্ট বোটগুলোকে হোম কোয়ারেন্টাইন হিসাবে ব্যবহার করা হোক

বিশ্বজিৎ মহাকুড় ঃ সুন্দরবন নদীমাতৃক সভ্যতা। সুন্দরবনের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্ণধার হিসাবে বিগত দুই দশক সুন্দরবনের প্রত্যন্ত পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলিতে কাজ করার সুবাদে আমাদের জালিকা সমিতিগুলির মাধ্যমে যে খবরা খবর প্রতিদিন পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে যে সুন্দরবনের গ্রামাঞ্চল বেশ সংকটজনক হয়ে উঠছে। আমরা সুন্দরবনের প্রায় ৯টি ব্লকে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে নানা রকমের গ্রাম উন্নয়নমূলক ও গ্রাম পুনর্গঠনমূলক কাজ করে চলেছি। প্রথমেই যেটা জানাতে চাই, সেটা হল করোনা ভাইরাসের ভয়াল-ভয়ঙ্কর গ্রাস থেকে দেশবাসিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী মহোদয় যা যা পদক্ষেপ এ পর্যন্ত নিয়েছেন সেটা সত্যি খুব প্রশংসার দাবি রাখে। তার জন্য সুন্দরবনের সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমরা বর্তমান সরকারের কাছে চির কৃতজ্ঞ। গতকাল যখন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে সমস্ত জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সভার ধারা বিবরণীতে শুনলাম, সুন্দরবনের বাসন্তী-গোসাবা-কুলতলী-সন্দেশখালীর গ্রামবাসীদের 'করোনা মোকাবিলার জন্য সোনারপুর ও বারুইপুরের বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে বাস্তা হচ্ছে। এই খবর শুনে খুব আশান্বিত হলাম। জেলা আধিকারিকদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল সত্যিইতো এছাড়া আর তো তেমন কোনো পরিকাঠামো নেই, আমাদের এই প্রান্তিক সুন্দরবনে। যদিও সুন্দরবনের সাইক্লোন সেন্টারগুলোকে করোনা মোকাবিলায় ব্যবহার করার কথাও ইতিপূর্বে কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু এত বিছানা কোথায়? সারা রাত ঘুম চলে গেল এই কথা ভাবতে ভাবতে। হঠাৎ পেয়ে গেলাম একটা সমাধানের পথ। আমি এক সুন্দরবনবাসী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রশাসনের সকল কর্তাব্যক্তিবর্গকে আমার এই ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এটা যদি তাঁদের মনপুত হয় এবং সত্যিই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, তাহলে সুন্দরবনের মানুষের করোনা মোকাবিলা করার একটা সহজ সমাধানের রাস্তা বেরতে পারে। সুন্দরবন নিয়ে কাজ করেন সেই রকম বেশকিছু বন্ধুবান্ধব সহযোগী সংগঠন গত কয়েকদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে আমরা কী করতে পারি? আমাকেও তাঁরা ভাবতে বলেছিলেন। আমরাতো সরকারি নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে ঘর বন্দি হয়ে বসে আছি। কিছুই করতে পারছি না।

আজকের দিনে যখন গোটা দেশ, রাজ্য, এমনকি জেলাগুলোকেও লকডাউন করার কথা ভাবা হচ্ছে, এমনকি গ্রাম, পাড়ায় সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে লকডাউন মেনে নিয়েছে। তখন আমাদের সুন্দরবনের বহু মানুষ যারা কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল তারা এখন ঘরে ফিরেছে ও প্রতিদিন আরো ফিরবে। তাদেরকে প্রশাসনিক ব্যক্তিগণ খুব চেষ্টা করে হয়তো ঘরেই পৃথকীকরণের ব্যবস্থা করার কথা বলছেন। কিন্তু সেই বাঁধনটা খুবই দুর্বল। কারা যেকোনো সময়ে এই বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। এটাতে একটা বিরাট কমিউনিটি করোনা বিপর্যয় হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞসহ আমাদের সকলের ধারণা। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছে যে, আমাদের সুন্দরবনে যে হাজার হাজার টুরিস্ট বোট আছে সেগুলোকে যদি কাজে লাগানো যায়। করোনা আইসোলেশান সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে খুব ভালো হয়। এই বোট ব্যবসায়ীদের এখন অফ সিজন। তারা ডাঙায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই বোটগুলোকে অনায়াসেই এখন করোনা আইসোলেশান সেন্টারে পরিণত করা যায়। শুধু বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলী ও সন্দেশখালিতে লাইসেন্স ধারি প্রায় পাঁচ হাজার টুরিস্ট বোট আছে। যার প্রতিটাতে চারখানা করে বিছানা আছে। অন্যান্য আরো পাঁচটা ব্লকের বোট জড় করলে আরো তিন থেকে চার হাজার বিছানাওয়ালা টুরিস্ট বোট পাওয়া যেতে পারে। সরকারি টুরিস্ট দপ্তরগুলি বিষয়টি আরো ভালো বলতে পারবেন, সঠিক সংখ্যাটা কত। সংখ্যাটা নিতান্ত কম হবে না। তাই মনে হয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি বিষয়টি গ্রহণ করেন, তাহলে রাতারাতি সুন্দরবনের মানুষের জন্য কুড়ি হাজার শয্যা বিশিষ্ট ভাসমান করোনা মোকাবিলার আইসোলেশান বিছানা তৈরি হয়ে যেতে পারে শুধু টুরিস্ট বোটে। প্রয়োজনে সুন্দরবনের নদীর মোহনাগুলোতে হাজারটি করে টুরিস্ট বোট জড়ো করে ক্লাস্টার করে করে পাঁচটা মোহানায় পাঁচ হাজার বোট বিছানাসহ জড়ো করা যেতে পারে। এক হাজার যদি খুব ঘন হয়ে যায় তাহলে একশ-দুশত বোটকে এক এক জায়গায় নদীর বক্ষে জড়ো করা যেতে পারে। এই ধরণের বোটের উপরে যদি ভাসমান হাসপাতাল করা যায়, তাহলে করোনা মোকাবিলা করাটা সুন্দরবনবাসির কাছে অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে। সুন্দরবনের মানুষ ও প্রশাসন চাইলেই অন্য রাজ্য থেকে যারা সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রামে রাতের অন্ধকারে ঢুকছে, সেইসব ব্যক্তিদের গ্রামের কাছেই বা গ্রাম থেকে একটু দূরে তাদের পরিচিত নদীর উপরে ভাসমান আইসোলেশান সেন্টারে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। তাতে পরিবারের লোকজন রান্না করে দিয়েও আসতে পারে। কিংবা গ্রামবাসীরা, *স্থানীয় কোনো ক্লাব, আমাদের মতো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও অনায়াসেই দায়িত্ব নিতে* পারে। এছাড়াও আমরা জানি প্রতিটা ট্যুরিস্ট বোটে রান্নার জন্য গ্যাস থেকে শুরু করে সকল রান্না সরঞ্জামই রয়েছে। এই বোটের মধ্যে থাকা মানুষগুলোকে চিকিৎসার দেখভালের জন্য বহু সরকারি লঞ্চ আছে, যেখানে ডাক্তারদের থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেই সব লঞ্চে অন্যান্য ডাক্তার, নার্স, ঔষধ ইত্যাদি দিয়ে সহায়তা করা যেতে পারে। সর্বশেষ বলি শহরের হাসপাতালের চেয়ে গ্রামের নদীর বুকে বোটে করে ভাসমান অবস্থায় প্রকৃতির কোলে নিজেদের আইসোলেশান থাকাটা বা রাখাটা অনেক বেশি আরামদায়ক হতে পারে। আজকে গোটা বিশ্বে যখন করোনা মোকাবিলার পরিকাঠামোর অভাব হচ্ছে, সেমতাবস্থায় আমার এই যে ভাবনাটা এসেছে সেটাকে যদি মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারটা ভেবে দেখে পদক্ষেপ নেন, তাহলে সুন্দরবনবাসীকে শুধু আতঙ্কের হাত থেকে নয়, ভবিষ্যতে বিপুল পরিমাণ বিপদের হাত থেকে সুন্দরবনের মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা যেতে পারে।

উদ্ভিদ ও চাষবাস

কুরচি - ৫৫

★ ডাঃ সুভাষ মিস্ত্রী ঃ অ্যাপোসাইনেসি গোত্রীয় কুরচি হলারহেনা অ্যান্টি ডি সেন্টি বি কা (Holorahera antidysenteica) প্রজাতির মাঝারি আকৃতির পশ্চাৎ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ। পত্রমোচী। ১০-১২ মিটার উচ্চ। পাতা ডিম্বাকার, ফুল সাদা। ফল নলাকার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো রঙের বীজ হয়। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি ফুল ফল হয়। জঙ্গলকাটা জায়গায় বা ঝোপঝাড়ে বালির উপর জন্মায়। কুরচির প্রভূত ঔষধিগুণ বর্তমান। অজীর্ণ, আমাশয় নিরাময়ে, ম্যালেরিয়া জ্বর ও চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ভূমিক্ষয় রোধ ও জ্বালানি হিসাবেও যথেষ্ট উপযোগী।

রক্তশূন্যতা দূর করতে কলার মোচা

★ মানুষের শরীর স্বাস্থের উন্নতির জন্য কাঁচকলা যেমন উপকারী তেমনি কলার মোচাও। কলার মোচা আয়রনসমৃদ্ধ একটি সবজি। দেহে রক্ত বাড়ায় এর লৌহ। রক্তের মূল উপাদান হিমোগ্লোবিন। এই হিমোগ্লোবিনকেই শক্তিশালী করে এই কলার মোচা। এই মোচা হতে পারে নানা জাত ও ধরণের কলা গাছের। এর আয়রন ত্বক, চুল ইত্যাদি ভাল রাখতে সাহায্য করে। এতে প্রচুর পরিমাণে আছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি। আয়োডিন গলগণ্ড বা গয়টার রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এর নানা উপকরণ দাঁত মজবুত রাখে। কলার মোচার খোসা ভক্ষণযোগ্য নয়। খেতে হয় ভেতরের ফুলগুলো। রক্তশূন্যতা দূর করে এ সবজি। এতে আরও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, যা রাতকানা রোগের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে। গর্ভবতী মহিলা পরিমিত পরিমাণে কলার মোচা খেলে তা গর্ভস্থ সন্তানের জন্যও বিশেষ উপকারী। এই মোচা পরিমাণমতো তেল দিয়ে ভাজি করলে খুবই সুস্বাদু হয়। এটি অনেকের অতি প্রিয় খাবার। হাড়ের জটিলতা দূর করে। মেনোপোজ হওয়া নারীদের হাড় মজবুত রাখে কলার মোচা। তবে তা টাটকা খেলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। *(১৫.২.১৯)*

চিনে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের জাদুঘর

★ ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বিশ্বমানের জাদুঘর তৈরি করবে চিন। যেখানে একসঙ্গে ২০ লক্ষ দর্শনার্থী ঘুরতে পারবেন। জাদুঘরটি চিনের শেনঝেন এলাকায় তৈরি হতে চলেছে খুব শিগগির। আগামী এক বছরের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বমানের এই ম্যানগ্রোভ জাদুঘরে থাকবে গবেষণাগার যেখানে বিশ্বের ম্যানগ্রোভ বিশেষজ্ঞরা প্রয়োজনমত গবেষণার সুযোগ পাবেন। ম্যানগ্রোভ গবেষণায় চিনেরও বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। সেই কৃতিত্ব সমূহের স্মারক ও যাবতীয় প্রমাণাদি প্রদর্শন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে জাদুঘরে। বিশ্বের যাবতীয় ম্যানগ্রোভ প্রজাতির দেখা মিলবে এই জাদুঘরেই। একাধিক জাদুঘরের পাশাপাশি এটি বিশ্বমানের ম্যানগ্রোভ শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার হিসেবেও ব্যবহার হবে। থাকবে কনফারেন্স হল। যেখানে সেমিনার, সম্মেলণর আয়োজিত করা যাবে। ম্যানগ্রোভ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনারও ব্যবস্থা থাকবে। গত বছরেই প্রথম ম্যানগ্রোভ জাদুঘর তৈরি করে শ্রীলঙ্কা। বিবিধ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের সংরক্ষণের প্রদর্শনের জন্যই জাদুঘরটি তৈরি হয়েছে। শ্রীলঙ্কার দেখাদেখি একই পথে হাঁটছে চিন। *(২৫.১.১৮)*

নাগা সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে বেরল সোনার আংটি

★ সাগরমেলায় পদে পদে কষ্ট সয়ে টাকা খরচ করে গঙ্গাসাগরে আসেন। তাঁদের একটাই লক্ষ্য, স্নানের মধ্যে দিয়ে পুণ্য ও মোক্ষলাভ করা। এর উল্টো দিকও রয়েছে। মেলার মধ্যেই পুণ্যার্থীদের আবেগকে মূলধন করে নানাভাবে রোজগার করেন একদল। কেউ কেউ সাধুর বেশে ঠকাচ্ছেও। এর বাইরে আবার অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা পুণ্যার্থীদের সেবা করে গিয়েছেন। এর জন্য কোনও পারিশ্রমিকও নেননি। একদলকে বড় বস্তা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়া ডাব, নারকেল, আপেল সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। সেইসব আস্ত ডাব, নারকেল, ফল সংগ্রহের পর বাইরে বাজারে বিক্রির জন্য চালান করছে তারা। বিনা পুঁজিতে পুণ্যার্থীদের ফেলে দেওয়া জিনিস বেচে ভালোই রোজগার। রোজগার অনেকদিন ধরে হচ্ছে। ছ'শোর বেশি লোককে এবার দেখা গিয়েছে এই কাজে। একটি গোষ্ঠী সাগরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাছুর ভাড়া নেয়। বাছুরগুলিকে শান্ত রাখার জন্য রীতিমতো ট্রেনিং দেওয়া হয়। কারণ, কেউ লেজ টানছে কেউ প্রণাম করছে। সেই সময় বাছুর রেগে গিয়ে চলে গেলে পুণ্যার্থীরা অসন্তুষ্ট হতে পারেন। সেজন্য লিজ-গ্রহীতাদের সঙ্গে রেখে বাছুরদের চারদিন ধরে প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। গো-দানের নামে ১০ টাকা থেকে ১০০ টাকা ভক্তের মন বুঝে নিতে হয়। মেলায় নাগা সাধুর পোশাক পরে একাধিক ঠকবাজ চেলা ভীষণ সক্রিয় থাকে। সরল তীর্থযাত্রী দেখলেই জয় ভোলানাথ বলে নানা ভেল্কি দেখিয়ে টাকা আদায় করতে দেখা গিয়েছে। ৫ নম্বর ঘাটের কাছে এক ঠগবাজ নাগা চেলা বানাথাটের বিজন মাইতির আঙুলের সোনার আংটি হাতিয়ে নিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। চোখের সামনে এমন ঘটনা ঘটে গেল। বিজনবাবু বার বার তা চেয়ে পাচ্ছিলেন না। চেলাটি হিন্দিতে বিজনবাবুর মাথায় আশীর্বাদের হাত তুলে বলছে, এ আংটি এখন আমার। সাধুকে দিলে নিতে নেই। শেষ পর্যন্ত বিজনবাবু ধমক দিয়ে পুলিশ ডাকার কথা বলতেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ফেলা আংটি পিণ্ডটি। *(১৮.১.১৯)*

গ্রামবিকাশে সুন্দরবন প্রযুক্তি বিজ্ঞান

প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ ড. সুশোভন অধিকারি, ডেনমার্কের ড. এডাম অ্যাগার্ড, মিসেস বিরগিট অ্যাগার্ড, শিল্পপতি মণীশ বিরদিকা, ডেনমার্কের আইজিএফ-এর সভাপতি গণেশ সেনগুপ্ত, ডঃ লেনা জেন্সন, অধ্যাপিকা রীতা ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা কাঞ্চন গাবা, অধ্যাপক রথীন্দ্রনারায়ণ বসু, ড. পরিমল ভট্টাচার্য, সাংবাদিক সাজাহান সিরাজ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন উদ্যোক্তা সংগঠনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড়। তিনি জানান, দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির আগে তাঁদের সংস্থা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ৪টি গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনের সভাপতি সুন্দরবন গবেষক প্রভুদান হালদার।

এই উপলক্ষে বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন, সুন্দরবন মাতলা আঞ্চলিক প্রত্নসংগ্রহশালার উদ্বোধন এবং হালডর টপসো সেন্টার ফর এডুকেশনাল ট্যুরিজম প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত সব প্রকল্পে জেজিভিকে-কে আর্থিক সহায়তা করছে ডেনমার্কের হালডর টপসো সংস্থা বলে জানান, বিশ্বজিৎ মহাকুড়। ২য় দিন এসেছিলেন ওড়িশার মৎস্য কৃষিমন্ত্রী জ্যোতিপ্রকাশ পাণিগ্রাহী। ছিল ক্রিড়া, ছদ্মবেশ, নাটক প্রতিযোগিতা।

করোনায় মাস্ক বাধ্যতামূলক হোক

প্রথম পাতার পর

কিন্তু আমার ধারণা ডাক্তারবাবুদের এই পরামর্শ বর্তমান ক্ষেত্রে কোনমতে প্রযোজ্য নয়। যেভাবে খবর পাওয়া যাচ্ছে আমাদের প্রত্যেকেরই বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে সরকারি আদেশ অবশ্যই জরুরি। মনে রাখতে হবে এখনও বিশ্বে কোন ভাইরাস মারার ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। সুতরাং উন্নত-অনুন্নত, ধনী গরিব এই রোগে সব দেশের অবস্থাই সমান। পার্থক্য শুধু চিকিৎসাগত সুবিধা-অসুবিধার। রোগীর মরণ বাচন নির্ভর করবে কেবল চিকিৎসাগত সুবিধা-অসুবিধার উপর, ওষুধের উপর নয়। অনুরোধ, মাস্ক ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে যাবেন না। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পূর্বে মহামারী হয়েছে। তবে এত বিস্তৃতভাবে নয়। মানুষ ওইসব মহামারীকে জয় করেছে। এবারও আমাদের অনেক ক্ষতি হবে ঠিকই। কিন্তু আমরা (বিশ্ববাসী) নিশ্চয়ই জয় করব। একটাই রাস্তা কমপক্ষে এক মিটার দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখা। মাস্ক ব্যবহার করা। এখন প্রতিদিন বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস (১৫ অক্টোবর) পালন করা। জয় আমাদের হবেই।

বিয়ের ফাঁদে ৫০ লক্ষ গচ্চা গেল ডাক্তারের

★ মহিলা চিকিৎসক জানিয়েছেন, একটি ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটের মাধ্যমে গত বছরের শেষে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় এমিলের। নিজেকে একটি মার্কিন কোম্পানির সিইও বলে পরিচয় দেন এমিল। তার পর ওই ব্যক্তির সঙ্গে চিকিৎসকের আলাপ হয় দুর্গাপুরে শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে একটি কর্মশালায়। সেখানে এসেছিলেন এমিলও। তখন তিনি নিজেকে ইউনিসেফের অ্যাম্বাসডর বলে দাবি করেন। এরপর থেকে দু'জনের মধ্যে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ কলের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ চলতে থাকে। মহিলা চিকিৎসককে বিয়েরও প্রস্তাব দেন তিনি। এমিল তাঁকে জানান, এ বছরের জানুয়ারিতে কয়েক মাসের জন্য তিনি ভারতে আসবেন। গুরুগ্রামে একটি বিশাল মল তৈরি করছে একটি কোম্পানি। সেই কোম্পানির হয়েই তিন-চার মাস কাজ করবেন তিনি। জানুয়ারিতে দিল্লি বিমানবন্দরে নেমেছেন জানিয়ে এমিল ফোন করেন মহিলা চিকিৎসককে। ফোনে তিনি জানান, তাঁর সঙ্গে ৬০ হাজার মার্কিন ডলার রয়েছে। অথচ এত ডলার নগদে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। সে জন্য ১০ হাজার ডলার বাদ দিয়ে বাকিটা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করেছে। অথচ গুরুগ্রামের হোটেলের ভাড়া, নির্মাণ সংস্থার কর্মীদের বেতন মেটাতে জরুরি ভিত্তিতে তাঁর কিছু টাকা প্রয়োজন। সেই মতো কয়েকটি অ্যাকাউন্টে ওই মহিলা চিকিৎসককে ৫০ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা পাঠাতে বলেন তিনি। *(২৭.৩.১৯)*

আইনি অধিকার - ৪১

প্রবেশাধিকার নগ্ন পুরুষের, নিষিদ্ধ নারী ৩৫

★ জাপানের পূর্ব সমুদ্রে 'হেরিটেজ দ্বীপ' ওকিনোশিমায় প্রবেশাধিকার 'নগ্ন পুরুষের, নিষিদ্ধ মহিলারা। বিনা পোষাকে, সাগরের জলে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ভিজিয়ে পবিত্র করার পর। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তকমা দিয়েছে ইউনেস্কো। চাইলেই কেউ এই দ্বীপে ঘুরতে যেতে পারবে না। শুধু পুরোহিত এবং সন্ন্যাসীরা প্রবেশ করতে পারবেন। জাপানের প্রাচীন প্রজাতি শিন্তোদের পীঠস্থান ওকিনোশিমার ওকিৎসু। দেবী তাগোরি হিমেনোকামির আরাধনাস্থল। বছরের একদিন ২৭শে মে এই দ্বীপে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় পুরুষ দর্শনার্থীদের। ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে যেসব নাবিকরা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের শ্রদ্ধা জানাতে। দ্বীপে প্রার্থনা করতে আসতেন মূলতঃ নাবিকরা। এখানে সমুদ্রের তলায় বহু ধনসম্পদও মিলেছে। জাপানের শিন্তো প্রজাতি এইসব পূজা অর্চনা নিয়ে থাকে, তাই মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, কয়েকশো বছর পরও বদলায়নি সেই নিয়ম। *(১১.৭.১৭)*

সুন্দরবনের বাঘ ঃ আগস্ট ২০১৯

১৮ ঃ কুলতলিতে বাঘ তাড়ালেন গ্রামবাসীরা ঃ সকালে মৎস্যজীবী কার্তিক মণ্ডল মাছ শিকারে বেরিয়েছিলেন। দেখেন, বাঘ লোকালয়ের কাছে নদীতে জল খাচ্ছে। গ্রামে ফিরে এসে খবর দেয়। বনদপ্তরকেও খবর দেওয়া হয়। গ্রামের লোকজন পাড়ে এসে চিৎকার করে বাঘটিকে তাড়া করে। আচমকা চিৎকার শুনে বাঘটি জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

১৯ ঃ বাঘ সাফারি ঃ সংসদের চলতি অধিবেশনে রাজ্যের এক সাংসদ সুন্দরবনে বাঘ সাফারি গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী সেই প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি প্রকাশ করেন। কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প রূপায়ণে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য, বিদেশি পর্যটকদের সুন্দরবন ভ্রমণে আগ্রহী করা এবং বিদেশি মুদ্রা রোজগারের সংস্থান। এপ্রসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাঘ ও সিংহ সাফারির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

২২ ঃ বাঘের হানায় সঞ্জয় রায় (৩০) মৃত্যু ঃ সুন্দরবনের নবাকি জঙ্গলে। নিহতের বাড়ি ঝড়খালিতে। বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ বাঘ আক্রমণ করে তাঁদের। পাঁচ সঙ্গী সঙ্গে থাকলেও দেহটি ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

প্রকৃত চুরি

★ ঠাকুরপুকুরের একটি বাড়ি থেকে চোরেরা চুরি করল তিনটি খাট, একটি ড্রেসিং টেবিল, দুটো গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাস ওভেন, বহু শাড়ি, পাজামা, টি-শার্ট, অন্তর্বাস, টাকা গয়না তো বটেই। সঙ্গে নিয়ে গেল দুটো দরজাও। এই হচ্ছে সত্যিকারের সিরিয়াস চুরি, যেখানে কোনও বস্তুই ফেলে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। বাবা বলতেন, সিলেবাস একদম কমপ্লিট করো। চোরেরা নিজ শাস্ত্রের প্রতি খাঁটি শ্রদ্ধাশীল। পরীক্ষার্থীদের শেখা উচিত। *(২৫.৩.১৮)*

পকেটমার থেকে বাঁচতে জেনে রাখুন-৪৯

ভ্যানিশিং কালির কামাল

★ নিউ ব্যারাকপুরের বাসিন্দা দিব্যেন্দু ভদ্রকে ১০ লক্ষ টাকার ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামে দুই যুবতী তাঁর থেকে একটি ১৪৯ টাকার চেক নেয়। সোমা সাহার নাম করে এক মহিলা সচিত্র পরিচয়পত্রও দেখান। সেই চেকে নিজের কলমে স্বাক্ষর করেন দিব্যেন্দুবাবু। কিন্তু বানান ভুল হতে পারে বলে সংস্থার নাম এবং ১৪৯ টাকার সংখ্যাটি নিজের কলম দিয়ে বসিয়ে নেয় সোমা। তাঁকে বলা হয়, ব্যাঙ্কের সঙ্গে যে মোবাইল নম্বরের সংযোগ রয়েছে, সেটি আধ ঘন্টা বন্ধ রাখতে। মোবাইল খোলার পরে ব্যাঙ্কের মেসেজ ঢোকায় দিব্যেন্দুবাবু জানতে পারেন, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ৮৫ হাজার ৭০০ টাকা তোলা হয়েছে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জানান, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও মোবাইলটি বন্ধ ছিল। এরপরেই দিব্যেন্দুবাবু মধ্যমগ্রাম থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সিসিক্যামেরার ফুটেজ এবং মোবাইল ট্র্যাক করে তাকে ধরা হয়। দত্তপুকুর থানা এলাকার পলি গুহের কাছে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু নামের এক যুবক। এটিএম-এর জন্য ঘর ভাড়ার নামে একই ভাবে চেক নেওয়ার পর পলিদেবীর অ্যাকাউন্ট থেকে ৬১ হাজার টাকা উধাও হয়ে যায়। সুদেষ্ণা জানিয়েছেন, স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়ার পরে নিজেদের ম্যাজিক কালির কলমে (ভ্যানিসিং ইঙ্ক) টাকার অঙ্ক লিখে নিত সুদেষ্ণারা। পরে তা ঘষে নিজেদের মতো টাকা বসিয়ে নিত তারা। *(২৫.৭.১৮)*

সাপের কামড়ে মৃত্যু ঃ আগস্ট ২০১৯

৩ ঃ সাপের কামড়ে অ্যাপ ঃ সাপে কাটার চিকিৎসা ও বিষের তথ্য জানাতে অ্যাপ চালু করল রাজ্য সরকার। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় 'স্নেক বাইট অ্যান্ড পয়জন ইনফরমেশন' টাইপ করলেই সাপের ছবিসহ সবুজ রঙের অ্যাপটি চলে আসবে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এবং চিকিৎসকদের সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় স্বাস্থ্য দপ্তর বিশেষ টিম নিয়ে অ্যাপে আপলোড করার জন্য সমস্ত তথ্যের জোগান দিয়েছে। টোল ফ্রি নং - ১৮০০৩৪৫০০৩৩।

★ সাপুড়েকেই সাপের ছোবল ঃ রায়দিঘির গিলারছাট পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে বিষধর সাপ ঢোকা নিয়ে আতঙ্ক ছড়ায়। এক বয়স্ক সাপুড়ে সুলতান মোল্লাকে ডাকা হয়। সাপটি তাঁকে ছোবল দেয়। তাঁকে প্রথমে রায়দিঘি হাসপাতালে। সেখান থেকে তাঁকে ডায়মণ্ড সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

৫ ঃ বন্ধুগোপাল বেহারার (৮) মৃত্যু ঃ মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার রাজখণ্ড গ্রামে এক ওঝার কেরামতিতে সাপের ছোবলে মারা গেল। ওঝার পর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়। সেখানে সে মারা যায়।

★ সাপের ছোবলে গণেশ বর (৩২) মৃত্যু ঃ উস্তির নৈনানপুর গ্রামে। গণেশকে ডায়মণ্ডহারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মারা যান তিনি।

৭ ঃ ওঝার পাল্লায় নবকুমার মণ্ডলের (২২) ঃ হিঙ্গলগঞ্জের কনক নগরের ঘটনা। নবর বাড়ি ছগলির চুঁচুড়ায়। মামার বাড়ি কনকনগর। একটি বিষধর সাপ তাকে দংশন করে। ওঝার কাছে নিয়ে যায়। যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে সেসময় হিঙ্গলগঞ্জ সানডেলের বিল হাসপাতাল ভর্তি করালেও মৃত হয়। মাসখানেক আগে হিঙ্গলগঞ্জে এক কলেজ পড়ুয়াকে সাপে কামড়ালে তারও ওঝার হাতেই মৃত্যু হয়।

★ প্রসাদী হাজরার মৃত্যু (৪৫) ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট থানার আমলহাণ্ডা গ্রামে। পায়ে কামড় দেয় সাপ। মেছেদার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয়।

৮ ঃ বিদ্যুৎ গড়াইয়ের (২) মৃত্যু ঃ বীরভূমের কাঁকড়তলা থানার পাড়ুশুরি গ্রামে মাঠে কাজ সাপ ছোবল মারে। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে বৃহস্পতিবার তিনি মারা যান।

★ আশা মাঝির (১১) মৃত্যু ঃ মুর্শিদাবাদের সালার থানার মালিহাটি গ্রামে। বিছানায় ছোবল মারে। রাতেই নিয়ে যান সালার হাসপাতালে। ওই রাতেই আশাকে স্থানান্তরিত করা হয় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে।

১১ ঃ অনির্বাণ নস্কর (১৪) ঃ কেশবপুর গ্রামে। রাতে বাড়ির বাইরে শৌচকর্ম করতে গিয়েছিল। সেখানেই তার ডান পায়ে সাপ কামড়ায়। তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্যরা তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে সে মারা যায়।

১২ ঃ সূর্য হাঁসদা (৪৯) মৃত ঃ বাড়ি বেলপাহাড়ির কোদপুড়া গ্রামে। জোড়মহুল গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন সূর্য। ভোররাতে সেখানেই ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে সাপে কামড়ায়। বেলপাহাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

★ লালন হাজরার (২৭) মৃত্যু ঃ কালনার হরিনারায়ণপুর এলাকায় সাপের কামড়ে মারা যান। হাতে সাপে ছোবল মারে। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সোমবার মারা যান।

১৩ ঃ রিমি মণ্ডলের (১২) ঝাড়ফুঁকে প্রাণ গেল ঃ বাসন্তী থানার জয়গোপালপুর গ্রামে। জ্যোতিষপুর হাইস্কুলের ছাত্রী রিমি। রাত ৩টে নাগাদ পায়ে আচমকা ব্যথা হওয়ায় ঘুম থেকে উঠে বসে। দেখে, একটি কালাচ সাপ বিছানা থেকে নেমে যাচ্ছে। দেখা যায়, পায়ে সাপের দাঁতের দাগ। স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ঝিমিয়ে পড়তে থাকে মেয়েটি। অবশেষে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার সকাল ৭টা নাগাদ বাসন্তী হাসপাতালে পরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু পথেই মৃত্যু হয়।

১৫ ঃ অমৃতা হাজরা (১৯) মৃত ঃ সাগরের মনসাদ্বীপ গ্রামে। বাগানে সাপে কামড়ায়। স্থানীয় রুদ্রনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয়।

১৮ ঃ শ্রাবণী হালদার (১৪) মৃত ঃ হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার ১২ নং রামকৃষ্ণচকে সাপের ছোবলে মারা যায়। কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। রবিবার তাকে ডায়মণ্ডহারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে সে মারা যায়।

১৯ ঃ দশরথ বাইন (৩০) মৃত ঃ সাপের কামড়ে মৃত্যু হল। রামপুরহাট থানার কুশুম্বা গ্রামে। রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় তার।

২০ ঃ এখনও কুসংস্কার চরমে ঃ জলে ডোবাতেও ওঝা ঃ জল থেকে যখন তোলা হয়েছিল বছর খানেকের শিশুটিকে, তখন নেতিয়ে পড়েছে সে। বাবা-মা ছোটেন ওঝার কাছে। ঘটনাটা চোখে পড়ে স্থানীয় এক অটো চালক দুরন্ত মণ্ডলের। তিনি ওঝার সঙ্গে বচসা করে শিশুটিকে নিয়ে নিজের অটোতে বসিয়ে ছোটেন হাসপাতালে। আপাতত নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ঘটনা বাসন্তীর ২ নম্বর সোনাখালি গ্রামে।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ আগস্ট ২০১৯

১ ঃ সুন্দরবন বাঁচাতে গ্রামবিকাশের মহিলাদের পদযাত্রা ঃ

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গাছ কাটা ও জল অপচয় বন্ধ করতে ঝড়খালিতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র উদ্যোগ নিল। গ্রামের মহিলাদের নিয়ে এক পদযাত্রার আয়োজন করে। পাশাপাশি মাতলা নদীর পাড়ে গাছ লাগানো হয়। এই সংস্থার পক্ষ থেকে এলাকায় জল অপচয় বন্ধ করতে সাইনবোর্ড ও সচেতনমূলক দেয়াল লিখনের কাজ শুরু হয়েছে।

২ ঃ রাশিয়া থেকে চিন পৌঁছোনো যাবে ৮ মিনিটে ঃ

এই কেবল কারটি রাশিয়ার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় ব্লাগোভেশচেনস্ক ও চিনের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় হেইহে শহরের মধ্যে চলাচল করবে। দুরত্ব প্রায় সাড়ে ৩ কিলোমিটার। রাশিয়া-চিন সীমান্তের ওই নদীটি শীতের সময় বরফে ঢাকা থাকে। যাত্রার সময় আট মিনিট বলা হলেও কেবল কারটি মাত্র সাড়ে ৩ মিনিটেই ৬০ জন পর্যন্ত চড়তে পারবেন। প্রতি ১৫ মিনিট পর পর একটি করে কার টার্মিনাল ছাড়বে। এই কেবল কার যাত্রা ২০২০ সাল নাগাদ চালু করা যাবে।

৬ ঃ সুষমা স্বরাজ (৬৭) প্রয়াত ঃ

আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন। বিদেশমন্ত্রী হিসেবে তাঁর অসামান্য ভূমিকা ছিল। যদিও তিনি তথ্য সম্প্রচার এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকেরও মন্ত্রিত্ব করেছেন। বিজেপি দল করলেও উদারপন্থী হিসেবে তাঁকে ভালোবাসতেন সকলে।

১৫ ঃ বিনা পয়সার বাজার ঃ

পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে গোপীবল্লভপুরে উদ্বোধন হচ্ছে 'বিনা পয়সার বাজার'। স্বচ্ছল পরিবারের অপ্রয়োজনীয় অথচ গরিব মানুষের ব্যবহারযোগ্য জামাকাপড়, বাসনপত্র, খেলনা, আসবাবপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে ওই বাজারে নিখরচায় বিলি করা হবে।

২০ ঃ মশাদিবস পালিত হল ঃ

১২২ বছর আগে ১৮৯৭ সালের ২০ আগস্ট ব্রিটিশ চিকিৎসক স্যার ডোনাল্ড রস আবিষ্কার করেছিলেন, ম্যালেরিয়ার জন্য দায়ী স্ত্রী মশা। ১৯০২ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। এই জন্য প্রতি বছর ২০ আগস্ট 'বিশ্ব মশাদিবস' হিসেবে পালিত হয়। লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের উদ্যোগেই এই দিনটি প্রথম পালিত হয়।

২১ ঃ এক দশকেও জন্মায়নি কোনো পুত্র সন্তান ঃ

পোল্যান্ডের ছোট্ট গ্রাম মিয়েজস্কে ওদ্রজাজকিয়েতে এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। গ্রামের মেয়র ঘোষণা করেছেন, যে দম্পতি পুত্রসন্তান উপহার দেবেন, তাদের জন্য থাকবে বিশেষ উপহার ও নবজাতকের নামে গ্রামের একটি রাস্তার নামকরণ করা হবে। তার জন্ম উপলক্ষে বপন করা হবে ওক গাছ। এই গ্রামে ৯২টি বাড়িতে বাস ৩০০ জন। ২০১০ সালের পরে এই গ্রাম কোনও সদ্যোজাত পুত্রের কান্না শোনেনি। অথচ সার্বিক ভাবে *পোল্যান্ডে পুত্রসন্তানের জন্মহার বেশি।*

২৩ ঃ ১৭ লক্ষের ইঞ্জেকশনে বাঁচলঃ

'দিদিকে বলো'-তে ফোন। সম্প্রতি ১২ বছরের রুদ্রজিৎ হিমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে। রুদ্রজিতের বাবা-মা প্রথমে ফোন করেন। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৭ লক্ষ টাকার ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। বেঁচে গেল ১২ বছরের রুদ্রজিৎ। মধ্যবিত্ত বাবা-মা মমতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

★ উইঘুর মুসলিম নারীদের বন্ধ্যা বানাচ্ছে চিন ঃ

চিনে মুসলিমরা দীর্ঘদিন শিনজিয়াংয়ে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। সেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা সবাই উইঘুর সুন্নি মুসলমান। তারা চিনা নয়, তুর্কি ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। কথাও বলেন উইঘুর ভাষায়। স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন করতে পারে ভেবে তাদের আটকে রেখে নির্যাতন চালাচ্ছে চিনা সরকার। একজন পলাতক জানিয়েছে, 'নিয়মিত বিরতিতে আমাদের শরীরে ইঞ্জেকশন দেওয়া হত।' ৫৪ বছর বয়সী ওই উইঘুর মুসলিম নারী বলেন, 'দরজার ছোট্ট একটি খোলা অংশে আমাদের হাত-পা বেঁধে রেখে ইঞ্জেকশন দেওয়া হত। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর ঋতুস্রাব হচ্ছে না।'

★ মিড-ডে মিলের মেনু ঃ

এখন প্রাথমিকে ছাত্র প্রতি বরাদ্দ দেওয়া হয় ৪.৪৮ টাকা। আর উচ্চপ্রাথমিকে দেওয়া হয় ৬.৪১ টাকা।

২৪ ঃ অরুণ জেটলি (৬৬) প্রয়াত ঃ

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বুদ্ধিদীপ্ত আইনজীবী। কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। কিডনির প্রতিস্থাপনও হয়েছিল।

২৫ ঃ অভিনন্দন পি ভি সিন্ধু ঃ

প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সব ভারতীয়কে গর্বিত করেছে।

২৭ ঃ নিমু ভৌমিক (৮৪) প্রয়াত ঃ

ভালো সিনেমা ও মঞ্চের নিশিষ্ট অভিনেতা। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তিনি রেখে গেলেন এক কন্যা। পর্দায় প্রথম অভিনয় ১৯৫৮-তে। হিরন্ময় সেনের 'বাঘাযতীন' সিনেমায়। ১৯৬৫-এ 'মণিহারা' মুক্তি প্রায় 'বাঘিনী', 'মন দিয়ে', 'বিকেলে ভোরের ফুল', 'চামেলি মেমসাহেব', 'ব্রজবুলি', 'গণদেবতা', 'দাদার কীর্তি', 'মালঞ্চ' ইত্যাদি।

প্রশ্ন-উত্তর — ৪২

১১১) 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স মিউজিয়াম' কোন শহরে অবস্থিত— দিল্লি/মুম্বই/চেন্নাই। ১১২) রাষ্ট্রসংঘের সংস্থা 'আই.এ.ই.এ'-র কাজের ক্ষেত্র কী— বিকল্প শক্তি/অভিবাসন/পারমাণবিক শক্তি। ১১৩) প্রবাদ অনুযায়ী 'The ..... is mightier than the sword' শূন্যস্থানে কী বসবে? ১১৪) ২০২৬-এ অনুষ্ঠিতব্য ৪৮ দলের ফিফা বিশ্বকাপের তিন আয়োজক দেশের নাম কী? ১১৫) এক সময় অগ্রহায়ণ (মার্গশীর্ষ) ছিল বছরের প্রথম মাস। কোন নক্ষত্রের নামে এই মাসের নামকরণ হয়েছে—আগ্রা/আদ্রাণ/অগ্রহায়ণী (মৃগশিখা)? ১১৬) বাংলার কোন নবাব সর্বপ্রথম বৈশাখ মাস থেকে খাজনা আদায় শুরু করেন? ১১৭) ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে কোন ভিটামিন — সি/কে/ডি। ১১৮) কোন কার্টুন সিরিজের কল্পিত শহর 'ফুরফুরি নগর'— চাঁদের বুড়ি/মোটু পাতলু/ ছোটা ভীম। ১১৯) R & D -এর পুরো নাম কী? ১২০) 'রুমি দরওয়াজা' কোন শহরে অবস্থিত— ভোপাল/ হায়দরাবাদ/লখনউ।

গত সংখ্যার (মার্চ) উত্তর

১০০) মেঘালয়, ১০১) পেশোয়ার, ১০২) ল্যাকটোমিটার, ১০৩) আপেল গাছের নিচে উপবিষ্ট স্যার আইজাক নিউটনের, ১০৪) সঞ্জয় দত্ত, ১০৫) সুফি নৃত্য, ১০৬) ইউটিউব, ১০৭) ফুটবল, ১০৮) কসোভো, ১০৯) উইলিয়াম সিডনি পোর্টার, ১১০) সৈয়দ মুজতবা আলি।

বিজ্ঞানের খবর-৩৯

কৃত্রিম চাঁদ স্থাপন করবে চিন

★ ২০২০ সালের মধ্যেই আকাশে কৃত্রিম চাঁদ স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন চিনা বিজ্ঞানীরা। দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশের রাজধানী চেংড়ু শহরের আকাশে মানুষের তৈরি ওই চাঁদ স্থাপন করা হবে বলে বিজ্ঞানীরা পরিকল্পনা করছেন। কৃত্রিম চাঁদটিতে এমন আকার দেওয়া হবে যা আসল চাঁদের মতোই সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে রাতের পৃথিবীকে আলোকিত করবে। ওই চাঁদটি একটি স্যাটেলাইট। বিজ্ঞানীদের মতে, সাধারণ মানুষের চোখ মুল চাঁদের চেয়ে ওটি হবে ৮ গুণ বেশি উজ্জ্বল। আর সড়ক বাতির চেয়ে উজ্জ্বল হবে ৫ গুণ কম। পৃথিবীর খুব কাছে মাত্র ৫০০ কিলোমিটার দুরত্বে এটি আবর্তিত হবে। যেখানে মুল চাঁদ অবস্থিত পৃথিবী থেকে ৩ লাখ ৮০ হাজার কিলোমিটার দুরে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত রাতের আকাশ আলোকিত করা সম্ভব হবে না। এমনকী পুরো চিনও নয়। এর আওতায় থাকবে কেবল মাত্র চেংড়ু শহর। বার্ষিক হিসাবে অনুসারে ১৭ কোটিরও অধিক মার্কিন ডলার বিদ্যুৎ ব্যয় বেঁচে যাবে চেংড়ু শহরের। এর আগেও ১৯৯০ সালে দিনের আলো না পাওয়া রাশিয়ায় উত্তরাঞ্চলের কিছু শহরে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করার পরিকল্পনা করেছিল দেশটি। সে জন্য তারা আকাশে বিশেষ পদ্ধতির একটি আয়না স্থাপন করেছিল, যা সূর্যের আলো প্রতিফলিত করতে সক্ষম। কিন্তু পরে বায়ুমণ্ডলের প্রভাবে আয়নাটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় ১৯৯৯ সালে ওই প্রকল্প বাতিল করা হয়। (২৩.১.১৯)

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-৩৯

বৃদ্ধ বয়সেও মস্তিষ্কে তৈরি হয় নতুন কোষ

★ এতদিন প্রচলিত ছিল যে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কে কোনও নতুন কোষ বা নিউরন তৈরি হয় না। তবে সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে একদল গবেষক বলছেন, নব্বই বছরের কোটায় থাকা মানুষের মস্তিষ্কতেও নতুন কোষ তৈরি হয়। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এই দাবি করেছেন। এই গবেষণাকে অ্যালজাইমার অর্থাৎ স্মৃতিভ্রংশ রোগ প্রতিরোধে যুগান্তকারী হতে পারে বলে গবেষকদের অনুমান।

জানা গিয়েছে, গবেষকরা মানব মস্তিষ্কের 'হিপ্পোক্যাম্পাস' নামক একটি অংশের ওপর এই গবেষণা চালিয়েছে। মানব মস্তিষ্কের এই অংশটি স্মৃতি ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। তাঁরা বলছেন, কোনও সুস্থ মানব মস্তিষ্কে কমপক্ষে ৯৭ বছর পর্যন্ত নতুন কোষ জন্ম নিতে পারে। আসলে এই নতুন কোষ বা নিউরন নিজেদের মধ্যে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠায়। সেইমতো মস্তিষ্ক পরিচালিত হয় এবং আমরা সেইভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়ে থাকি। তবে এই গবেষণা আরও বিতর্ক উসকে দিয়েছে। অনেকেই বলছেন মানব মস্তিষ্কে একটা বয়স পর নতুন কোষ তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণে অ্যালজাইমার রোগে প্রাথমিক পর্যায়ে কোষের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমতে থাকে। বলা হচ্ছে অ্যালজাইমারের প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন নিউরন বৃদ্ধি সংখ্যা প্রতি মিলিমিটারে ৩০,০০০ থেকে কমে ২০,০০০ কমে যায়।

রোগীর রক্ত নিয়ে যাবে ড্রোন

★ মার্কিন আকাশে এই প্রথম সাধারণ মানুষের কাজে ড্রোন ওড়ানোর অনুমতি দিল দেশটির অ্যাভিয়েশন বিভাগ। হাসপাতালের সঙ্গে একসাথে হাত মিলিয়ে ইউপিএস এই ড্রোন ওড়াবে। ইউপিএস এর ভাইস প্রেসিডেন্ট বালা গণেশ বলেন, 'এই প্রথম ফেডারাল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশান নিয়মিত ড্রোন ওড়ানোর অনুমতি দেন। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে।' হাসপাতাল থেকে রোগীর রক্তের নমুনা প্যাথোলজি ল্যাবে পাঠাতে এই ড্রোন ব্যবহার হবে। হাসপাতাল বিল্ডিং থেকে প্যাথোলজি ল্যাবরেটরির দুরত্ব ০.৫ কিমি.। সারা দিনে মোট ছয় বার এই রাস্তা যাতায়াত করবে একটি ড্রোন। সপ্তাহে পাঁচ দিন এই ড্রোন পরিষেবা কাজ করবে। একটি সুরক্ষিত বাক্সের মধ্যে রক্তের নমুনা রেখে লঞ্চ প্যাড থেকে এই বাক্স ড্রোনের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হবে।

টুকরো খবর

বিশ্বসেরা ধনী দেশ মোনাকো

★ সবথেকে ধনী দেশের শিরোপা ছিনিয়ে নিল মোনাকো। পশ্চিম ইউরোপের ক্ষুদ্রতম এই দেশটির জনসংখ্যা মাত্র ৩৮ হাজারে একটু বেশি। মাথা পিছু আয় ১ লক্ষ ৬১ হাজার ডলার। যেখানে মার্কিন নাগরিকদের মাথাপিছু আয় ৬২ হাজার ৫১৭ ডলার। তাছাড়া মোনাকোর বার্ষিক জিডিপি প্রায় ৫.৭৪৮ বিলিয়ন ডলার। এই বিপুল আয়ের অন্যতম উৎস পর্যটন, সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক। দেশটিতে বিশ্বের তাবড় ও নামজাদা ব্যাঙ্কের কার্যালয় রয়েছে। তাই সুইস ব্যাঙ্কের মতো এখানকার ব্যাঙ্কগুলোতেও ভিনদেশি ধনকুবেররা পাহাড় প্রমাণ অর্থ সঞ্চয় করেন। সমৃদ্ধির আরেকটি অন্যতম কারণ হল, বিশ্বের সবথেকে বড় জুয়ার আসর বসে মোনাকোয়। দেশবাসীর ওপর সরকার কোনও ট্যাক্স বা কর আরোপ করে না। তাছাড়া দেশটিতে কোনও কৃষিজ অঞ্চল বা গ্রামাঞ্চল নেই। পুরো দেশটিই শহর। ১৮১৪ সালে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন হয় মোনাকো। ২৮ মে ১৯৯৩ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য পদ পায়। মাতৃভাষা ফরাসি। মোনাকোতে প্রায় ১৩০ দেশের নাগরিক থাকেন। ভ্যাটিকানের পর মোনাকো হল বিশ্বের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ। ক্যাথলিক খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশটির নাগরিকদের এক-তৃতীয়াংশই ধনকুবের। (১৪.১২.১৮)

এখন মেয়েরা - ৪১

পরপর মেয়ে হওয়ায় মেয়েকে ছুড়ে মারল বাবা

★ মুর্শিদাবাদের সালার থানার সরমস্তিপুরে পরপর ২টি মেয়ে হওয়ায় মুক ও বধির প্রতিবন্ধী মা সেলিনা খাতুনকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন লাগাতার অত্যাচার চালানোর পাশাপাশি ৬ মাসের মেয়ে ফারহা সুলতানকে আছাড় মেরে খুন করল তার বাবা আব্বাস আলি। এই ঘটনার পর থেকেই আব্বাস আলি পলাতক। সেলিনা খাতুন স্বামীর নামে সালাহ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। জেলেহার বিবি জানান, 'সালার থানায় আব্বাস আলি ছাড়াও দুলাল সেখ ও আত্মীয় আবু সেখের বিরুদ্ধে সেলিনা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। (৩.১২.১৮)

অভিনব কায়দায় প্রতারণায় 'সুবেশি' মহিলা

★ বেলেঘাটার চাউলপট্টি রোডের বাসিন্দা এক ব্যক্তি গত বছর ফেসবুক থেকে এক অর্থলগ্নি সংস্থার নাম ও মোবাইল নম্বর পান। সেখানে ওই সংস্থাটি সহজ শর্তে হোম লোন দেওয়ার কথা বলে। ফেসবুকে ওই বিজ্ঞাপন দেখে অভিযোগকারী ফোন করলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এক মহিলা তাঁর বেলেঘাটার বাড়িতে আসে। প্রথমে ওই মহিলা নিজেকে জ্যোতি বলে পরিচয় দেয়। এরপরই সে বলে, ঋণের কয়েকটি শর্তের মধ্যে বলা আছে দু'শো টাকার একটি চেক দেওয়ার কথা। সেই কথা মতো ওই ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দু'শো টাকার একটি চেক তুলে দেন ওই মহিলার হাতে। পাশাপাশি বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য কিছু কাগজপত্রে ওই ব্যক্তিকে দিয়ে সইসাবুদও করিয়ে নেওয়া হয়। যাওয়ার সময় ওই মহিলা বলে যায়, মোবাইল ফোনটি যেন কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়। তারপর ফোন খুললেই চুক্তি অনুসারে হোম লোনের আট লক্ষ টাকা তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। এরপরই মামলাকারী ফোনটি বন্ধ রাখেন। ফোনটি যখন তিনি খোলেন, দেখেন তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন থেকে ৩৪ হাজার টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে। তিনি প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে গত বছরের ৩০ নভেম্বর পুলিশে অভিযোগ করেন। জানা যায়, ওই মহিলা ভুয়ো নাম ব্যবহার করেছে। এমনকী ফেসবুকে যে বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে, সেই নামে কোন প্রতিষ্ঠানই নেই। বিবরণ অনুসারে মহিলার ছবি এঁকে চারদিকে খোঁজ নিতে গিয়ে কিছুদিন আগে পুলিশ জানতে পারে, ওই মহিলা একই কায়দায় আরও একটি প্রতারণা করেছে বেহালা থানা এলাকায়। সে জেল হেফাজতে আছে। এই মহিলার সহযোগী হিসেবে আছে দুই ব্যক্তি। (৩.৭.১৯)

নয়া কায়দায় কেপমারি, খোয়া গেল সোনার বালা

★ মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে মুচিপাড়া থানার সার্পেন্টাইল লেনে। মহিলার নাম বকুল ভট্টাচার্য। ওই দিন দুপুরে ওই মহিলার বাড়িতে দু'জন আসে। তারা বলে, সোনার গয়না পরিষ্কারের নয়া সাবান এসেছে বাজারে। গরম জলে গয়না রেখে সেই সাবান দিয়ে ধুলেই সেটি ঝাঁ চকচকে হয়ে যাবে। ওই মহিলা নিজের হাতের সোনার বালা দু'টি খুলে একটি টিফিন বাক্সে রেখে তাদের হাতে দেন। ওই দু'জন তাঁকে গরম জল আনতে বললে তিনি তা এনে দেন। সেই জল দিয়ে দু'জনে সোনার বালা দুটি ধুয়ে টিফিন বক্সে রাখার বদলে কৌশলে নিজেদের পকেটে রেখে দেয়। এরপর খালি বাক্স মহিলার হাত দিয়ে বলে, পাঁচ মিনিট পর খুলতে। তার আগে খুললে সোনার বালা দু'টির রং নষ্ট হয়ে যাবে। এই বলে অভিযুক্তরা চলে যায়। ওই মহিলা তাদের কথা বিশ্বাস করে পাঁচ মিনিট পর টিফিন বাক্স খুলে দেখেন তাতে বালা নেই। এরপরই তিনি মুচিপাড়া থানায় তিন ভরি সোনার বালা চুরির অভিযোগ দায়ের করেন। (৫.১০.১৭)

সাহিত্য সংস্কৃতি

পর্ণশ্রী সাহিত্য সম্মেলন

আজকের বসুন্ধরা প্রতিনিধি ঃ বেহালা পর্ণশ্রী বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে পর্ণশ্রী সাহিত্য সম্মেলনের ২২তম বার্ষিক অধিবেশন হলো। উদ্বোধক সমাজসেবিকা রত্না চ্যাটার্জী। স্মারক 'পর্ণশ্রী সম্মিলনী' ১৮তম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। সম্পাদকীয় ভাষণ দেন ড. অমরনাথ করণ। 'পাঠাগার আছে পাঠক নেই' বিষয়ে আলোচনা করেন মধুসূদন চৌধুরি (মুখ্য গ্রন্থাগারিক, দঃ ২৪ পরগনা), প্রভাতকুমার দাস (নাট্য ও যাত্রা বিশেষজ্ঞ), প্রভুদান হালদার (সুন্দরবন গবেষক, প্রাবন্ধিক) প্রমুখ। এখানে এলাকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন কবি ও সাহিত্যিক রামচন্দ্র প্রামাণিক। সঞ্চালনায় সম্মেলনের সভাপতি ড. দিলীপ মজুমদার। দুপুরে ১৫টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা 'মোবাইল ফোন বিনা জীবন চলে না' বিষয়ে আলোচনা করেন। ছিল নাচ গান আবৃত্তি। বৈকালিক অনুষ্ঠানে ছিল কবি সম্মেলন খোশগল্প আড্ডা। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য ১৯৯৯-এ অন্নদাশঙ্কর রায় ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর উপস্থিতিতে পর্ণশ্রী সাহিত্য সম্মেলন এর যাত্রা শুরু হয়।

কেনাকাটার পর প্রতারিত হয়েছেন মনে হলে

★ **নাগরিক অধিকার :** কেনাকাটায় ঠকতে না চাইলে কোন কোন বিষয়ে সতর্ক হবেন— ১) যেকোনো কেনাকাটায় রসিদ/বিল/ক্যাশমেমো চেয়ে নেবেন ও যত্নে রাখুন। ২) কোনো ফর্ম/নির্দেশ পুরণ করার সময় শর্তাবলী পড়ে নিন ও দরকারি নয় এমন অংশ ফাঁকা না রেখে কেটে দিন। ৩) সাধারণ বিমা করার আগে তার সব শর্তাবলি বুঝে নিন। দেখে নিন বিমা সংস্থাটা আইআরডিএ দ্বারা নিবন্ধীকৃত কিনা। ৪) স্বাস্থ্য-বিমা করার আগে জেনে নিন কোন কোন রোগে কী কী শর্তে পরিষেবা পাওয়া যাবে। ৫) মাপে বা ওজনে কিছু কেনার সময় পরিমাপের যন্ত্র ও বাটখারাগুলো লিগ্যাল মেট্রোলজি অফিসার দ্বারা পরীক্ষিত কিনা দেখে নিন। ৬) মোড়কজাত পণ্যের মোড়কের ওপর লেখা পণ্যের নাম, উৎপাদনকারী, মোড়ককারী, সর্বাধিক খুচরো দাম, ব্যবহারের সময়সীমা ও আমদানিকৃত হলে সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জেনে রাখুন। ৭) নন ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের আগে দেখে নিন, প্রতিষ্ঠানটা ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনে রেজিস্ট্রিকৃত কি না, ওই প্রতিষ্ঠান ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত কিনা। ৮) চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার আগে প্রেসক্রিপশনে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর আছে কিনা দেখে নিন। ৯) কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপনে কোনো বিশেষ গুণ, ক্ষমতা বা কার্যকারিতার মেয়াদকাল সম্পর্কিত আশ্বাস থাকলে জেনে নিতে হবে তার বৈজ্ঞানিক সত্যতা আছে কিনা। ১০) বিভিন্ন জিনিস কেনার সময় ভারতীয় মানক সংস্থা আইএসআই-এর ছাপ আছে কিনা দেখে নিন। বেশ কিছু পণ্যে এই চিহ্ন থাকা বাধ্যতামূলক। যেমন, শিশুখাদ্য, পানীয় জল, এলপিজি, সিলিন্ডার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সিমেন্ট, হেলমেট ইত্যাদি। ১১) সোনার গয়না কেনার সময় হলমার্ক দেখে নিতে হবে। বিক্রেতার কাছ থেকে আতস কাঁচ নিয়ে দেখে নিন এর ৫টা উপাংশ, যেমন, বিআইএস চিহ্ন, সোনার বিশুদ্ধতা নির্ণায়ক সংখ্যা, যে অ্যাসেয়িং ও হলমার্কিং কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা করা হয়েছে তার চিহ্ন, চিহ্নিতকরণের বছরের কোড লেটার ও গয়না তৈরি কারকের বা বিক্রেতা সংস্থার চিহ্ন। ১২) মোবাইল ফোনে গ্রাহকের অনুমতি ছাড়া অদরকারি পরিষেবা চালু করে কিংবা অন্য কোনো কারণে অন্যায়ভাবে টাকা কেটে নিয়ে সুরাহার জন্যে সংশ্লিষ্ট পরিষেবা দানকারীকে জানান। সতর্কতা সত্ত্বেও কেনাকাটার পর প্রতারিত হয়েছেন মনে হলে— ১) ত্রুটিপূর্ণ জিনিস সারানো, বদল বা দাম ফেরত নিতে পারেন। ২) অভিযুক্তের গাফিলতির কারণে কোনো ক্ষতি হলে, ক্ষতিপুরণ পেতে পারে।

উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ অনুযায়ী প্রতিবিধান দাবি করুন। এই আইনে যে যে প্রতিবিধান পেতে পারেন, সেগুলি হল— ১) ত্রুটিপূর্ণ জিনিস সারানো, বদল বা দাম ফেরত চাইতে পারেন। ২) অভিযুক্তের গাফিলতির কারণে কোনো ক্ষতি হলে, ক্ষতিপূরণ। ৩) অসাধু বা নিয়ন্ত্রণমুলক বা ব্যবসা বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণের আদেশে ও ক্ষতিকর জিনিস বা পরিষেবার বিপণন বন্ধ বা প্রত্যাহারের আদেশ। ৪) বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার ও ক্ষতিকর দিক তুলে ফেলার জন্য সংশোধনী বিজ্ঞাপন দেওয়ার আদেশ।

কীভাবে অভিযোগ দাখিল করবেন— ১) যে লোক বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ, তিনি বা তারা যেখানে বাস বা ব্যবসা করেন কিংবা অভিযোগের কারণ যেখানে ঘটেছে, অভিযোগ করবেন সেখানকার কনজিউমার ফোরামে। ২) অভিযোগপত্রে যথাযথভাবে অভিযোগকারী ও অভিযুক্তপক্ষের নাম-ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্যাবলী লিখুন। ৩) অভিযোগের কারণ, অর্থাৎ কেনা জিনিসে ত্রুটি, পরিষেবায় ঘাটতি কিংবা অন্যান্য ব্যবসা পদ্ধতির দ্বারা, আপনি কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা জানিয়ে ক্রেতা সুরক্ষা আইনে প্রাপ্য প্রতিকার দাবি করুন। অভিযোগের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণপত্র থাকলে দাখিল করতে হবে। ৪) অভিযোগের ওই দাবির পরিমাণ ২০ লাখ টাকা হলে জেলা ফোরামে ও ২০ লাখ টাকার বেশি কিন্তু ১ কোটি টাকার মধ্যে হলে রাজ্য উপভোক্তা বিরোধ মীমাংসা কমিশনে ও দাবির পরিমাণ এক কোটি টাকার বেশি হলে জাতীয় উপভোক্তা বিরোধ মীমাংসা কমিশনে অভিযোগপত্র দাখিল করতে হবে।

উপভোক্তা হিসাবে আপনার অধিকার হল — ক) জিনিস বা পরিষেবা যাই হোক না কেন, যদি সেটা জীবন ও সম্পত্তির পক্ষে ক্ষতিকারক হয় তবে তার বিপণনের বিরুদ্ধে আপনার নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। খ) উপভোক্তারা যাতে অন্যায্য বাণিজ্যের শিকার না হন তার জন্য জিনিস বা পরিষেবার গুণমান, পরিমাণ, বিশুদ্ধতা, কার্যকারিতার মাত্রা, দাম ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য জানার আপনার অধিকার রয়েছে। গ) প্রতিযোগিতামূলক দামে, নানা ধরনের জিনিস বা পরিষেবার মধ্য থেকে বেছে নেওয়ার অধিকার আপনার রয়েছে। ঘ) আপনার শুনানির অধিকার রয়েছে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় — **১) উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার, ক্রেতা সুরক্ষা ভবন,** তৃতীয় তল, ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৮৭, ফোন - ২২৫২-৮৯৪৬, রাজ্য উপভোক্তা হেল্প লাইন - ১৮০০৩৪৫২২২৮০৮। ২) **বৈধ পরিমাপ অধিকার**, ৪৫, গণেশচন্দ্র অভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৩। সংশ্লিষ্ট মাধ্যমে প্রতারিত উপভোক্তা যাতে প্রতিকার পেতে পারেন তার ব্যবস্থা রয়েছে এই দপ্তরের সেন্ট্রাল কনজিউমার গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেলে ও জেলার আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে। এই বিষয়ে যেকোনো তথ্যের জন্য ফোন করতে পারেন এই টোল ফ্রি নম্বরে -১৮০০৩৪৫২৮০৮। (১২.৩.১৯)

● PRINTED, PUBLISHED & OWNED BY BISWAJIT MAHAKUR ● PRINTED AT SUSENI PRINTERS ● VILL. - GHUTIARY SHARIP, P.O. - BANSRA, SOUTH 24 PARGANAS ● PUBLISHED AT JOYGOPALPUR, P.O. - J.N.HAT, P.S. - BASANTI, DIST.- S.24 PARGANAS, PIN - 743312 ● PH - 8436644591, 8926420134 ● e-mail : prabhuhaldar@gmail.com

EDITOR : PRABHUDAN HALDAR